যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৬

JUL 24 2002

কেস হিস্ট্রি

শিক্ষকের ডাস্টারের আঘাতে ছাত্রের মৃত্যু

কাজী জাহিদ হোসেন তার মাদ্রাসা শিক্ষকের ডাস্টারের আঘাতে মারা যায়। কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসায় ঘটনাটি ঘটে গত ১০ জুলাই। প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত অনাবাসিক এই মাদ্রাসার দু'টি অংশ। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইফতেদাই (কিন্ডারগার্টেন সিস্টেম) এবং ষষ্ঠ থেকে কামেল শ্রেণী পর্যন্ত আলিয়া মাদ্রাসা। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৮০০। এর ইফতেদাইতে শিশু জাহিদ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত।

সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে নিহতের ছোট বোন জাকিয়া আক্তার জুলি (৭) জানায়, সে এবং জাহিদ মর্নিং শিফটে ক্লাস করার জন্য সকাল ৮টায় মাদ্রাসায় যায়। মাদ্রাসায় শিক্ষক মাওলানা মতিন আরবিতে 'দুধ' লিখতে বললে জাহিদ লিখতে ভুল করে। এতে ক্ষীপ্ত হয়ে শিক্ষক মাওলানা মতিন জাহিদকে কানে ধরে আধঘণ্টা একপায়ে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে পা নামিয়ে ফেলায় শিক্ষক মতিন তাকে ডেকে নিয়ে বকাঝকা করে ডাস্টার দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। কিছুক্ষণ পর জাহিদ বমি করা শুরু করে। জাহিদের এ অবস্থা দেখে সে কান্নাকাটি করে এবং বাসায় গিয়ে খবর দিতে চায়। কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষকরা তাকে বাসায় যেতে দেননি। বমি করতে থাকা জাহিদের মাথায় পানি দেয় মাদ্রাসার দফতরি। এর একফাঁকে জুলি বাড়িতে চলে গিয়ে বাবা-মাকে খবর দেয়।

জাহিদের বাবা জাকির হোসেন জানান, জাহিদ তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কনিষ্ঠ সন্তান। জাহিদ ও তার বড় স্ত্রীর ছোট মেয়ে জুলি কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত। ৮ জুলাই ২০০২ সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে জুলি মাদ্রাসা থেকে বাড়ি এসে বলে মতিন স্যার ভাইকে মাথায় ডাস্টার দিয়ে মারায় ভাই বমি করছে। এ খবর পেয়ে প্রথম স্ত্রী নিলুফার বেগমকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাদ্রাসায় যান। মাদ্রাসায় গিয়ে তারা দেখেন জাহিদের মাথায় দফতরি পানি ঢালছে। তারা তৎক্ষণাৎ জাহিদকে নিয়ে পরপর ৩টি ক্লিনিক ও হাসপাতালে যান। জাহিদকে হাসপাতালে রেখে মাদ্রাসায় ফিরে মাওলানা মতিনকে প্রিন্সিপালের রুমে দেখতে পান। মাওলানা মতিনের কাছে ঘটনাটি জানার জন্য তিনি এগিয়ে গেলে মাদ্রাসার অন্য শিক্ষকরা তাকে বাধা দেন। এ সময় মাদ্রাসার শিক্ষকরা হৈচৈ করে উল্টো তাকেই তিরস্কার করেন।

এদিকে জাহিদকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা করা সম্ভব নয় জানানোর পর নিরুপায় হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা নেয়ার পথে দাউদকান্দির কাছে জাহিদ মারা যায়। জাহিদের লাশ নিয়ে সোজা তিনি থানায় যান। ওইদিন রাত ৯টার দিকে তিনি বাদী হয়ে ৬ জনকে আসামি করে কুমিল্লা সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নম্বর ২৯, তারিখ ৯/৭/২০০২, ধারা- ৩০২/২২৫। কিন্তু সেদিন ময়নাতদন্ত করা সম্ভব না হওয়ায় জাহিদের লাশ তিনি থানা থেকে বাড়িতে নিয়ে যান এবং পরের দিন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। পরে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

জাকির হোসেন বলেন, এই মাদ্রাসার ছাত্রদের ওপর প্রায়ই নির্যাতন করা হয়। আগেও তিনি এ ব্যাপারে মাদ্রাসায় অভিযোগ করেছেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও বলেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রণজিৎ বড়ুয়া মাওলানা মতিনকে গ্রেফতার না করে আপস-মীমাংসার জন্য তাকে চাপ দিচ্ছেন। এমনকি মামলা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্যও হুমকি দিচ্ছেন। জাহিদের গৃহশিক্ষক মোঃ সোহাগ মিঞা জানান, এই মাদ্রাসায় ছাত্রদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করার কথা জাহিদের কাছ থেকে তিনি অনেকবার শুনেছেন। ছাত্রদের ওপর নির্যাতনের কারণে মাদ্রাসা ত্যাগ করে স্কুলে ভর্তি হয়েছে সাদ্দাম নামের স্থানীয় একটি ছেলে।

মোঃ সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মাদ্রাসার শিক্ষকরা বিভিন্ন অজুহাতে নানারকম নির্যাতন করেন। সে জানায়, শুধু তাই নয়, ছাত্রদের অনেক সময় শিক্ষকরা হাত-পা ও শরীর টেপানোর কাজও করান।

আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে এমন একজন ছাত্রের অভিভাবক ফয়েজ আহম্মদ জানান, বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের কথা তিনিও নিজের ছেলের কাছে শুনেছেন। জাহিদের মৃত্যুতে তা প্রমাণিত হল। এ অবস্থায় নিজের ছেলেকে এই মাদ্রাসায় রাখবেন কিনা ভেবে দেখতে হচ্ছে।

১৮ জুলাই পর্যন্ত জাহিদের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট তৈরি হয়নি বলে জাহিদের পরিবার জানিয়েছে। এ ব্যাপারে ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ফরেনসিক বিভাগের লেকচারার ডা. দিলরুবা হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে শিগগির ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দেয়া হবে বলে তিনি জানান। তবে রিপোর্ট দেয়ার আগে কোন তথ্য জানাতে চাননি।

নজরুল ইসলাম
মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'